রমজানের তাৎপর্য এবং মিতব্যয়িতা ও শুকরিয়া

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

সোজলার পাবলিকেশন

রমজানের তাৎপর্য এবং মিতব্যয়িতা ও শুকরিয়া

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

প্রকাশনায়
সোজলার পাবলিকেশন লিঃ

তৃতীয় সংস্করণ : মে, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব : সোজলার পাবলিকেশন লিঃ

Sozler Publication Ltd.

মূল্য : ৬০.০০ (ষাট) টাকা মাত্র

e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com
Website : www.risaleinurbangla.com
Contact : 01676518987, 01767822064.
Ramjaner Tatporjo And Mitbayita O Shukriya by Bediuzzaman Said Nursi, Sozler Publication Limited
Road No. 2, H.M. Plaza (6th floor), Room No. 4
Sector 03, Uttara, Dhaka.

সূচীপত্র

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর---------- ৫

রমজানের তাৎপর্য---------- ৯

মিতব্যয়িতা---------- ২১

শুকরিয়া---------- ৩৬

রমজানের তাৎপর্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

(রমজান মাসই হলো সেই মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথের যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশক ও ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী–সূরা বাকারা-১৮৫)

প্রথম হিকমত :

পবিত্র মাহে রমজানের রোযা ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে অন্যতম এবং ইসলামের মৌলিক নিদর্শনগুলোর মাঝেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মাহে রমজানের এই রোযা মহান আল্লাহর রুবুবিয়াতকে (প্রভুত্বকে), মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের দায়িত্ববোধকে, নিজের নাফসের পরিশোধন এবং আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মতো অনেক বিষয়কে অনুধাবন করতে সাহায্য করে।

মহান আল্লাহর রুবুবিয়াতের দিক থেকে রমজানের রোযার অসংখ্য হিকমত রয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো- মহান আল্লাহ ভূপৃষ্ঠকে নিয়ামতের দস্তরখানা হিসেবে সৃষ্টি করে বিভিন্ন রকমের নিয়ামত দ্বারা এই দস্তরখানাকে সুসজ্জিত করেছেন। এভাবে আল্লাহ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

(তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে।–সূরা তালাক)

এর আলোকে মানুষের কল্পনাতীত উপায়ে এই নিয়ামতগুলো সরবরাহ করেন এবং তার পরিপূর্ণ রুবুবিয়াত রাহমানিয়াত ও রাহিমিয়াতকে উপস্থাপন করছেন। মানুষ গাফলত ও উদাসীনতার পর্দার কারণে এবং কার্যকারণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করায় ঐসকল হাকিকতকে পরিপূর্ণরূপে দেখতে পায় না, কখনোও-বা ভুলে থাকে।

কিন্তু পবিত্র মাহে রমজানের শুরুর সাথে সাথেই ঈমানদারগণ সুশৃঙ্খল একটি সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হন। চিরন্তন সুলতানের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে ইবাদতের নিদর্শন স্বরূপ সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহারের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। এভাবে, মহান আল্লাহর সীমাহীন মমতা, পরাক্রমশীলতা ও সামগ্রিক রাহমানিয়াতের জন্য মুমিনগণ ব্যাপক, বৃহৎ ও সুশৃঙ্খল ইবাদতের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এমন মহিমান্বিত ইবাদত ও সম্মানজনক আপ্যায়নে যারা অংশগ্রহণ করে না তারা কি মানুষ হওয়ার যোগ্যতা রাখে?

দ্বিতীয় হিকমত :

বরকতময় মাহে রমযানের রোযার মাঝে আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় সম্পর্কিত অসংখ্য হিকমত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে থেকে একটি হলো–

আলকালিমাত গ্রন্থের প্রথম কালিমাতে যেভাবে বলা হয়েছে যে– বাদশাহর রন্ধনশালা থেকে খাদেম যে খাবার পরিবেশন করে তার একটি নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে। কেউ যদি এখন ঐ মহামূল্যবান রাজকীয় খাবারকে মূল্যহীন বিবেচনা করে শুধুমাত্র পরিবেশনকারীকে বখশিশ দেয়াটাই যথেষ্ট মনে করে এবং প্রকৃত নিয়ামতদাতাকে অস্বীকার করে তবে তা নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য এই পৃথিবীকে নানা প্রকারের নিয়ামত দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন। বিনিময়ে তিনি মানুষের কাছ থেকে মূল্য হিসেবে শুকরিয়া প্রত্যাশা করছেন। এই নিয়ামতগুলো যে সকল বাহ্যিক কার্যকারণ ও উসিলার মাধ্যমে আমাদের কাছে আসে এবং যারা রূপকার্থে এগুলোর মালিক আমরা ঐ পরিবেশকদেরকে মূল্য দেই এবং তাদের কাছে কৃতজ্ঞ হই। এমনকি তাদের প্রাপ্যের চেয়েও অনেক বেশি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অথচ মুনিমে হাকিকি অর্থাৎ প্রকৃত নিয়ামতদাতা হিসেবে আল্লাহ এই উসিলাগুলোর চেয়ে শতগুণ বেশি শুকরিয়ার দাবিদার। তাই আমাদের উচিত আল্লাহ তায়ালার সর্বোচ্চ শুকরিয়া আদায় করা। আর এ শুকরিয়া আদায়ের

উপায় হলো, নিয়ামতগুলো যে সরাসরি তাঁর কাছ থেকে আসে তা অনুধাবন করা, ঐ নিয়ামতগুলোর মূল্যকে উপলব্ধি করা এবং নিজেদের জন্য ঐ নিয়ামতগুলোর প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করা।

পবিত্র রমজান মাসের রোযা হলো প্রকৃত, খালিস, মহান এবং সার্বিক এক শুকরিয়ার চাবিকাঠি। কারণ, অন্যান্য সময়ে অধিকাংশ মানুষ বাধ্য না হওয়ার কারণে প্রকৃত ক্ষুধা অনুভব করে না। এ কারণে অধিকাংশ নিয়ামতের মূল্য অনুধাবন করতে পারে না। ক্ষুধাহীন কোনো ব্যক্তি, বিশেষ করে সে যদি ধনী হয় তবে এক টুকরো শুকনো রুটির মাঝে যে নিয়ামত আছে তা বুঝতে পারে না।

অপরদিকে ইফতারের সময় একজন মুমিনের দৃষ্টিতে ঐ শুকনো রুটি যে অতি মূল্যবান এক ইলাহি নিয়ামত তা তার আস্বাদন শক্তি সাক্ষ্য দেয়। তাই পবিত্র রমজানে ঐ নিয়ামতের মূল্যগুলো বুঝতে পারার কারণে বাদশাহ-ফকির নির্বিশেষে সকলের মাঝেই এক আধ্যাত্মিক শুকরিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

দিনের বেলায় সকলেই নিষিদ্ধ হওয়ায় পানাহার থেকে দূরে থাকে আর বলে, "এই নিয়ামতগুলোর প্রকৃত মালিক আমি নই, আমি নিজের ইচ্ছানুযায়ী এগুলো খেতে পারি না। এগুলো অন্যের সম্পদ ও নিয়ামত হওয়ায় তার আদেশের অপেক্ষায় আছি।" এভাবে নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং আধ্যাত্মিক শুকরিয়া আদায় করে।

এ কারণে বিভিন্ন দিক থেকে রমজান মাসের রোযা প্রকৃত মানবিক দায়িত্ব তথা শুকরিয়া আদায়ের চাবিকাঠি হিসেবে পরিগণিত হয়।

তৃতীয় হিকমত :

মানুষের সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও রমজানের রোযার অসংখ্য হিকমত রয়েছে। একটি হলো–

জীবন ধারণের দিক থেকে মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিভিন্নতার কারণে মহান আল্লাহ ধনীদেরকে দরিদ্রদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন। অথচ ধনীরা রমজানের সময় অভুক্ত থাকার মাধ্যমে দরিদ্রদের অবস্থা ও ক্ষুধার তাড়না পরিপূর্ণরূপে অনুভব করতে পারে।

যদি রোযা না থাকত, নফসের পূজারী অধিকাংশ ধনীরা ক্ষুধার তাড়না ও দারিদ্র্যতার যাতনা বুঝতে পারত না। একইভাবে গরিবরা যে মায়া-মমতার প্রতি কতটা মুখাপেক্ষী তা বুঝতে পারত না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, মানবপ্রকৃতির মাঝে সমগোত্রীয়দের প্রতি স্নেহমমতার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা প্রকৃত শুকরিয়ার অন্যতম ভিত্তি। প্রত্যেকের পক্ষেই, নিজের চেয়েও অধিক অভাবী কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব; এক্ষেত্রে সে ঐ অভাবীর প্রতি স্নেহমমতা প্রদর্শন করতে বাধ্য।

আর স্নেহমমতার মাধ্যমেই মানুষ একে অপরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়। যদি নিজ নাফসকে ক্ষুধার যাতনা অনুভবে বাধ্য না করা হয় তাহলে সহযোগিতা করতে পারে না; করলেও তা পরিপূর্ণ হয় না। কেননা, সে তার নিজ নাফসের ঐ অবস্থা প্রকৃতভাবে অনুভব করতে পারে না।

চতুর্থ হিকমত :

মাহে রমজানের রোযার মধ্যে নাফসের আত্মশুদ্ধির দিক থেকে অনেক হিকমতের মধ্য থেকে একটি হলো–

নাফস স্বাধীন ও মুক্ত থাকতে চায় এবং নিজেকে তাই মনে করে। এমনকি নিজের মাঝে কল্পিত এক রুবুবিয়াত দেখতে চায় এবং যথেচ্ছা জীবন-যাপন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে- যা তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। অসংখ্য নিয়ামতের দ্বারা যে সে প্রতিপালিত হচ্ছে কখনো তা ভাবতে চায় না। বিশেষ করে দুনিয়াতে যদি তার সম্পদ ও ক্ষমতা থাকে এবং গাফলত ও উদাসীনতা যদি তাকে পেয়ে বসে তবে চুরি-ডাকাতি করে সমস্ত ইলাহী নিয়ামতকে পশুর মতো গ্রাস করে ফেলে।

অতএব পবিত্র রমজানে, সবচেয়ে ধনী থেকে সবচেয়ে গরিব পর্যন্ত সকলের নাফসই উপলব্ধি করে যে, সে নিজে মালিক নয় বরং অন্যের মালিকানাধীন এবং স্বাধীন নয় বরং অন্যের বান্দা। পানি পানের মতো অতি সাধারণ ও সহজ কোনো কাজও অনুমতি ছাড়া করতে পারে না। এভাবে তার মাঝে ঐ কাল্পনিক রুবুবিয়াতের ইতি ঘটে এবং উবুদিয়াতের প্রকাশ পায়। প্রকৃত দায়িত্ব তথা শুকরিয়া আদায়ে মগ্ন হয়।